

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের মধ্যাঞ্চলের সদস্যবৃন্দ



আতফালের সদস্যদের জন্য একটি দৈনিক রুটিনের প্রস্তাব করলেন হুযূর আকদাস

২৫ এপ্রিল ২০২১ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের মধ্যাঞ্চলের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টেলিফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন আর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার ৫৮ জন আতফাল বার্মিংহামের দারুল বারাকাত মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পান।

আতফালের একজন, যার পরিবার সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করেছে, প্রশ্ন করেন জামা'তে নবাগতদের প্রতি হুযূর আকদাসের পরামর্শ কী।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আহমদীয়াত গ্রহণের পরে তোমার জীবনে ধর্মীয় বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসা উচিত। মানুষের জানা উচিত যে, এখন আহমদীয়াত গ্রহণের পর তুমি একজন পরিবর্তিত মানুষ — তুমি এখন যথাসম্ভব পাঁচ বেলার নামায মসজিদে বা-জামাত পড়ার চেষ্টা কর, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত ঘরে পাঁচ বেলার নামায বা-জামাত আদায় কর। প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত কর এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ চিহ্নিত করে সেগুলো অনুসরণের চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যা যা করতে বলেছেন, আমাদের সেগুলো অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত; আর যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের করতে বারণ করেছেন, বা যা যা নিষিদ্ধ, সেগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।”



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং একজন প্রকৃত আহমদী, তিনি নবাগত হন বা পুরনো আহমদী, মূল বিষয় এই যে, অন্যান্য মানুষ যেন অনুভব করে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের ক্ষেত্রে এবং একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে তার মধ্যে অসাধারণ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাঁচ বেলার নামায পড়, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত কর, ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর, আর এ যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে সাহিত্য দিয়ে গেছেন, তা আমাদের ধর্মকে অনুধাবন করার জন্য সর্বোত্তম। মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইসলামের সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত আমরা যেন মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইসমূহ পড়ার চেষ্টা করি এবং ধর্মের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে এক ধর্মভীরু মুসলমানে পরিণত হই।”

আরেক বালক জানতে চান কোভিড-১৯ বিশ্বজনীন মহামারী শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সরাসরি সাক্ষাতের পাশাপাশি ছয়র আকদাস ভারুয়াল সভাসমূহ চালিয়ে যাবেন কিনা।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সম্ভব হলে, এটি চালু রাখা যেতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের যে-সকল সদস্য দূর-দূরান্তের দেশে বাস করেন যেখানে আমি ঘন ঘন সফর করি না, তাদের সাথে আমার ভারুয়াল সভা হতে পারে। তবে তোমার মত যারা এখান থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে বাস কর, তারাতো সহজেই আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে যেতে পারো।”

ছয়র আকদাস প্রশ্নকারী তিফলের কাছে জানতে চান, সে কি সামনাসামনি সাক্ষাৎ পছন্দ করবে, নাকি ভারুয়াল সাক্ষাৎ; যার উত্তরে সেই তিফল বলেন যে, অবশ্যই সামনা-সামনি সাক্ষাত বেশি পছন্দনীয়।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সুতরাং তোমাদের জন্য সামনাসামনি সাক্ষাৎ, কিন্তু ওইসব দেশের জন্য, যারা সহজে যুক্তরাজ্যে আসতে পারেন না, এটা খুবই সম্ভব যে, আমরা ভারুয়াল সভা করবো। এখন আমরা নতুন রাস্তা উন্মোচন করেছি — নতুন দুয়ার খুলে গেছে ... সুতরাং ভবিষ্যতেও এটি ব্যবহার হতে পারে।”



আতফালের একজন ছুঁর আকদাসের কাছে জানতে চান একজন তিফলের দৈনিক রুটিন কী হওয়া উচিত।

একটি বিস্তারিত উত্তরে, ছুঁর আকদাস বলেন যে, যখন একজন মুসলমান ১০ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তার জন্য সেই বয়স থেকে পাঁচ বেলার নামায ফরয (আবশ্যকীয়) হয়ে যায়, আর তাই এ বয়স থেকে, শিশুদের নামাযকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং একে ঘিরে নিজের জীবন সাজানো উচিত।

১০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বালকদের প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সর্বোত্তম রুটিন এই যে, তুমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে, ফজরের নামায পড়বে, পবিত্র কুরআনের দুয়েক রুকু হলেও তেলাওয়াত করবে, এরপর যদি সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের সুযোগ থাকে, তবে তুমি আবার বিছানায় গিয়ে আধ ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নিতে পারো। যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে, যেমন গ্রীষ্মের সময় দুই ঘণ্টাও ঘুমাতে পারো। এরপর উঠে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, স্কুলে যাও এবং সারাদিন স্কুলে কাটাও। সেখানে তোমার সতীর্থ ছাত্রদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে।”

স্কুল-পরবর্তী সময়ের কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন স্কুল থেকে ফিরে আসবে, নিজের হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করবে, আর এর পাশাপাশি আরও কিছুটা পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে, যে বিষয়গুলো পরবর্তী দিন পড়ানো হবে। শিক্ষকের পড়ানো বা তুমি যা পাঠ করতে চলেছো, তা বুঝতে এটা তোমাকে সাহায্য করবে। তোমাকে যোহরের নামাযও পড়তে হবে। যদি স্কুল শেষ হওয়া এবং বাড়ি ফেরার পর যথেষ্ট সময় না থাকে, তবে তোমার শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে (স্কুলেই) কোন স্থানে যোহরের নামায পড়ার অনুমতি চেয়ে নেবে। সময় সংক্ষিপ্ত হলে যোহর এবং আসরের নামায জমা’ (একত্রে) পড়ে নিতে পারো। ... ”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“এরপর তোমার এক ঘণ্টা বাইরে খেলা উচিত। গ্রীষ্মকালে খুব সহজেই এক ঘণ্টা খেলাধুলা সম্ভব। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, রাগবি বা তোমার পছন্দের যেকোনো খেলা খেলতে পারো। এরপর মাগরিবের নামায পড়বে। তারপর কিছু বইও পড়ার চেষ্টা করবে – হয় কিছু ধর্মীয় বই, নতুবা অন্যান্য গল্পের বই, যা তোমার জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হবে। সংবাদপত্রও পড়ার চেষ্টা করবে, যা তোমার দুনিয়াবী জ্ঞান বাড়াবে। রাতের খাবারের পর, ইশার নামায পড়বে আর এরপর টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা ট্যাবলেট সময় নষ্ট না করে যথাসম্ভব শীঘ্র ঘুমাতে যাবে, যেন তুমি ভোরে উঠে ফজরের নামায পড়তে পারো। এজন্যই বলা হয়, ‘Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise!’ এটাই তোমার রুটিন হওয়া উচিত।”

আতফালুল আহমদীয়ার আরেক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেখাশোনার বিষয়ে তারা কী করতে পারেন।

হযরত আকদাস বলেন, বয়োবৃদ্ধদের সাহায্য এবং সেবা করার এবং যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) পরামর্শ দেন:

“যখন তুমি স্কুল থেকে ফিরে আসবে, তোমার হোমওয়ার্ক শেষ করে, তোমার উচিত হবে তোমার পিতা-মাতা এবং দাদা-দাদী বা নানা-নানীদের কিছু সময় দেওয়া। তাদের কথা শুনবে, তাদের সাথে কথা বলবে। এভাবে তাদেরকে তুমি মানসিকভাবে সাহায্য করবে এবং তারা খুশি হবেন। তারা তোমার জন্য দোয়া করবেন আর তাদের দোয়ার তোমার প্রয়োজন রয়েছে। তোমার জীবনে সফলতা লাভেও এটি তোমাকে সাহায্য করবে।”

হযরত আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা প্রস্তুত করতে তিনি কতটুকু সময় ব্যয় করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। কখনো আমার বিশ ঘণ্টা, ত্রিশ ঘণ্টা, চার দিন, পাঁচ দিনও লাগে। কখনো এটা দুই-তিন ঘণ্টায় হয়ে যায়। সুতরাং এটা পুরোটাই বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। যখন আমাকে নিজে উদ্ধৃতিসমূহ খুঁজে বের করতে হয়, তখন আমার কিছু সময় লেগে যায়। যখন আমাকে পুরো খুতবা নিজের হাতে লিখতে হয়, তখন সময় লাগে। সুতরাং এর সব কিছুই নির্ভর করে। তুমি বলতে পারো, মোটামুটি তিন ঘণ্টা থেকে চার দিন বা চল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত!”